নেপালে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে প্রেক্ষিতে নেপালের প্রেসিডেন্ট দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি দেশে নতুন করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল প্রথম দফা এবং ১০ মে দ্বিতীয় দফায় ভোট নেওয়া হবে।

তবে ওলির দল নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির (এনসিপি) একটা অংশসহ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এ সিদ্ধান্তকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে অভিহিত করেছেন।

নেপালের সংবাদমাধ্যমগুলোতে বলা হয়, গতকাল সকালে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। সেখানে তিনি বলেন, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হোক। এর আগের দিন শনিবার দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তিনি।

দ্য কাঠমাণ্ডু পোস্ট, হিমালয়ান টাইমসসহ নেপালের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, সাংবিধানিক পরিষদ আইনের অধ্যাদেশের বিষয়টি নিয়ে চাপ বাড়ছিল কে পি শর্মা ওলির ওপর। গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারিকে দিয়ে সেটি সইও করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

এছাড়া তার নিজ দলের দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধিতাও চরমে পৌঁছেছিল। বিবদমান দুটি পক্ষের একটির নেতৃত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান ওলি। অন্য পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির (এনসিপি) নেতা বিষ্ণু রিজাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তিনি।

সাংবিধানিক পরিষদ আইনটি প্রধানমন্ত্রী ওলিকে বৈঠক ডাকা ও

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ক্ষমতা দিয়েছিল। কোরাম পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, মাত্র তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ডাকা গতকালের জরুরি বৈঠকেও মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।

এনসিপির মুখপাত্র নারায়ণকাজি শ্রেষ্ঠা বলেন, ‘পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি নেওয়া হয়েছে। কেননা আজকের (গতকাল) বৈঠকে সব মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। এটা গণতান্ত্রিক রেওয়াজের বিরোধী এবং এ ধরনের সিদ্ধান্ত জাতিকে পেছনে ঠেলে দেবে। এটা বাস্তবায়ন হতে পারে না।’

এনসিপির আরেক নেতা মাধব নেপালও বলেন, ‘পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি অসাংবিধানিক। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।’

সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালে দেশটিতে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

“মুজিবনগর ক্যানভাস” প্রিন্টিং প্রেসের উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে মুদ্রণ শিল্পের আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে “মুজিবনগর ক্যানভাস” নামক ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস ও অনলাইন সেবা’র শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় কেদারগঞ্জ ছোঁয়া টাওয়ারে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের নিচ তলায় মুজিবনগর ক্যানভাস’র অফিস কক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ ইনছান আলী, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ মামুনুর রশিদ, মোঃ আব্দুর রশিদ, মোঃ ফকির আহম্মেদ।

প্রধান অতিথি কামরুল হাসান চাঁদু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে যুবকদের চাকুরীর পিছনে না ছুটে অবশ্যই উদ্যোক্তা হওয়া প্রয়োজন। মুজিবনগরে প্রথমবারের মতো আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

মুজিবনগর ক্যানভাস’র সহ-সত্ত্বাধিকারী শহিদুল ইসলাম আন্টু বলেন, স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর আমাদের গর্বের স্থান। তাই এই পবিত্র ভূমির সন্তান হিসেবে মুজিবনগরকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে স্থানীয় শিক্ষার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় মুদ্রণকাজ ও অনলাইন সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের এই উদ্যোগ। এখানে ডিজিটাল ব্যানার, স্টিকার, টি-শার্ট, জার্সি, ক্যাপ, মগ, প্লেট, টাইলস, ছবি প্রিন্ট; স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ের ভর্তি আবেদনসহ সকল ধরণের অনলাইন সেবা প্রদান করা হবে।

বক্তব্য শেষে মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় দোয়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ক্যানভাস’র সহ-সত্ত্বাধিকারী হাসানুজ্জামান সোহাগ, আনোয়ার হোসেন, মিজানুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর নাসিমুল জুনায়েদ, লিটন আহমেদ, আব্দুল খালেক, রাজু আহমেদ, সামসুল হক, সালাউদ্দীন আহমেদ, আসিফ ইকবাল শুভ, রাকিব হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ারসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ।

দোয়া শেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে “মুজিবনগর ক্যানভাস” এর শুভ উদ্বোধন করেন।

আলমডাঙ্গায় এমপি ছেলুনের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। তিনি গতকাল রোববার আলমডাঙ্গা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এ মত বিনিময় করেন।

মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, ছাত্রলীগ হলো আওয়ামী লীগ তৈরীর কারখানা। বিএনপি- জামায়াত নানা অপকৌশল অবলম্বন করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাই। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সকল অরাজকতা রুখে দিতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মত বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, সাবেক সভাপতি আবু মুসা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন,

কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ আহবায়ক আহসান উল্লাহ, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, হারদী ইউনিয়ন সভাপতি আশিকুর রহমান ওল্টু, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান, ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, মজিবুল ইসলাম, সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, সাকিব, রকি প্রমুখ।
এর পূর্বে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার নেতা কর্মীদের নিয়ে আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন।

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের এইদিনে তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে

মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ে একটি অনলাইন স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির সাহায্যে দেশের সকল ব্র্যাক অফিসের কর্মীরা অনলাইনে এই স্মরণসভায় যুক্ত হন। কেন্দ্রীয় স্মরণসভা শেষে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে স্থানীয়ভাবে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ‘আমার চোখে আবেদ ভাই’ শিরোনামে একটি ওপেন ফোরামে কর্মীরা তাদের চোখে স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধ তুলে ধরেন। অনেক কর্মী স্যার আবেদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অনুভূতি তুলে ধরেন। এছাড়াও, তার বর্ণাঢ্য জীবন ও অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্রও স্মরণসভায় প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

এর আগে ১৭ই ডিসেম্বর ব্র্যাক আন্তর্জাতিক এবং ১৯শে ডিসেম্বর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অনলাইনে অভ্যন্তরীণ স্মরণসভার আয়োজন করে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ৩৬ বছর বয়সে, ১৯৭২ সালে তদানীন্তন সিলেট জেলায় একটি ক্ষুদ্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৪৭ বছরে বহুবিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্র্যাক বিশ্বের অন্যতম কার্যকরী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। মাইক্রোফাইন্যান্স, সামাজিক ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামাত্রিক বিনিয়োগ সমন্বয়ে ব্র্যাক আজ বিশ্বের বুকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি এশিয়া ও আফ্রিকার ১২টি দেশের ১০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন-সংক্ষেপ
স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তদানীন্তন সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনে অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে পড়ালেখা করেন। ১৯৬২ সালে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে উত্তীর্ণ হন। পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানিতে সিনিয়র কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ পদে কর্মরত থাকাকালে ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ এবং ‘হেলপ বাংলাদেশ’ নামে দুটি সংগঠন

প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর ১৯৭২ সালে স্যার ফজলে দেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ভারত-প্রত্যাগত শরণার্থীদের জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত শাল্লা এলাকায় ফিরে আসা শরণার্থীদের নিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন।

আজ ব্র্যাক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার ১১টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ব্র্যাকের প্রধান লক্ষ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন। ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা চার বছর জেনেভাভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সংস্থা ‘এনজিও অ্যাডভাইজার’ কর্তৃক ব্র্যাক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রভাব, উদ্ভাবনশীলতা, টেকসই সমাধান এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিশ্বের ৫০০ এনজিওর মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখায় স্যার ফজলে অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষা উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পুরস্কার ‘ইদান প্রাইজ (২০১৯), প্রাক-শৈশব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ লেগো ফাউন্ডেশন কর্তৃক লেগো পুরস্কার (২০১৮), দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সম্ভাবনা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য লুডাটো সি অ্যাওয়ার্ড (২০১৭), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ (২০১৫), ট্রাস্ট উইমেন হিরো অ্যাওয়ার্ড (২০১৪), স্প্যানিশ অর্ডার অব সিভিল মেরিট (২০১৪), লিও টলস্টয় ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডাল অ্যাওয়ার্ড (২০১৪), শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াইজ প্রাইজ ফর এডুকেশন (২০১১), ডেভিড রকফেলার ব্রিজিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড (২০০৭), ইউএনডিপি মাহবুবুল হক অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং কনট্রিবিউশন টু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (২০০৪), ওলফ পামে প্রাইজ (২০০১) এবং র্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফর কমিউনিটি লিডারশিপ (১৯৮০)।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অশোকা স্যার ফজলেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তিনি এর মর্যাদাসূচক গ্লোবাল অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল আন্ট্রপ্রেনিওরশিপ-

এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা কমিশন অন হেলথ রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট (১৯৮৭-৯০), ইন্ডিপেনডেন্ট সাউথ এশিয়ান কমিশন অন পভার্টি অ্যালিভিয়েশন (১৯৯১-৯২) এবং হাইলেভেল কমিশন অন লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব দ্য পুওর (২০০৫-২০০৮)-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্যার ফজলে ২০১০ সালে ব্রিটেনের রানী প্রদত্ত নাইটহুড মর্যাদা লাভ করেন। ২০১০ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরামর্শদাতা দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন কর্তৃক স্যার ফজলে বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী ৫০ জন ব্যক্তিত্বের অন্যতম হিসেবে উল্লেখিত হন। স্যার ফজলে এ বছর (২০১৯) নেদারল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হন।

মেহেরপুরের বন্দরে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকার রবিবার রাতে বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বন্দর সুপার কিংস বনাম ইয়াং ব্যাডমিন্টন ক্লাব অংশ নেয়। খেলায় বন্দর সুপার কিংস ১৮/২১ পয়েন্টের সামান্য ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন ।

পরে আমদাহ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য রনি হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য দরুদ আলী উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলদের মাঝে ট্রফি বিতরণ করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি মরজেম, মেহেরপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম (নাহিদ), ছিতাব, মনোয়ার, আহাদ সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় মাস্ক না পরায় ১০ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ১০ জনকে ৪ হাজার ৩ শ’ টাকা জরিমানা করেছে। মাস্ক না পরে স্বাস্থ্য বিধি ভঙ্গ করায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা করেন।

জানা গেছে, করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রাদুর্ভাব রোধে আলমডাঙ্গায় প্রশাসন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। গতকাল রোববার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলীর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা আলিফ উদ্দিন রোডে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

মাস্ক না পরে স্বাস্থ্য বিধি ভঙ্গ করে রাস্তায় চলাচল করায় ও লাইসেন্স বিহীন মোটর সাইকেল চালানোর দায়ে মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ, মাস্ক পরিধান না করে রাস্তায় চলাফেরার অপরাধ এবং লাইসেন্স বিহীন মোটর বাইক চালানোর অপরাধে ১০ জনকে ৪ হাজার ৩ শ’ টাকা জরিমানা করেছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গায় ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আগামী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের মতবিনিময় ও নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত ৮ টার দিকে বন্ডবিল ৯ নং উত্তরপাড়ায় এ

নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাউদ মন্ডলের সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন, আমরা বন্ডবিলের মানুষের নিকট ভোট চাইতে এসেছি। যারা দীর্ঘদিন পৌরসভার নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নির্বাচন করে। ইতোপূর্বে যারা মেয়র হয়েছে তারা আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের কতটা কাজ করেছে! আজ এ পৌরসভার বন্ডবিল গ্রামে কোন রোড-লাইট নাই।

বিগত ৩০ বছর পূর্বে বন্ডবিলের রাস্তার কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আঃ লতিফ, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, আবু মুছা সাংগঠনিক সম্পাদক, শরীফুল ইসলাম শাখা সভাপতি দেখি বাংলার রুপ ও কোষাধ্যক্ষ আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সাগর আহম্মেদ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, নাসিম শেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মিজানুর রহমান রিপন প্রচার সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ঝন্টু সদস্য, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল, আলমগীর, বাবলু মন্ডল, খায়রুল, জমসেদ, জামাল উদ্দিন, সবুজ, আরজান, মুকুল, আঃ রশিদ মোল্লা, নুর ইসলাম, যুব লীগ নেতা উজ্জ্বল, ইসমাইল হোসেন গেলা প্রমুখ।

বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে আমঝুপিতে উঠান বৈঠক

পুলিশি সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের যাত্রা। মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় মাঠে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বারাদি

ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্বাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহদারা খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড আমঝুপি ইউপি সদস্য আবুল কসেম, মশিউর রহমান ডাবলু প্রমুখ।

দর্শনার কেরুর নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাদ দেওয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানির ২০১৯-২০২০ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চলতি মৌসুমের শুরু হতে কাজে যোগদান ও সকল প্রকার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১ টায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির জেনারেল অফিসের সামনে মানববন্ধন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজম্ন।

২০১৯-২০২০ মাড়ায় মৌসুমে নিয়োগকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির উদ্বোধনের দিন ১৮/১২/২০২০ কাজে যোগদান করতে গেলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ বলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোন চাকরী নাই, ফলে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাজে যোগদান করতে দেওয়া হবে না ততদিন তারা রাজ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই

বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার নাসির উদ্দীন, সাবেক থানা কমান্ডার বিল্লাল উদ্দীন সাবেক জেলা ইউনিট কমান্ডার তানজির আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ খালেক, সাবেক জেলা সাংগাঠনিক কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতা কর্মীবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান বঙ্গবন্ধুর গাড়ি চালক

১৯৬২ থেকে ১৯৭০। স্বাধীনতার আগের উত্তাল ৮ বছর। পাকিস্তানের শাসকরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেবলই শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে সেই কথা শুনিয়ে স্বাধিকারের দাবি নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

এই সময়েই ৬ দফার দাবি তুলে গণমানুষের নেতায় পরিণত হন তিনি। তার সমর্থক ছিলেন, খুলনার রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক আব্দুর রশিদ মিয়া।

বঙ্গবন্ধু খুলনায় এলেই জনসভার জন্য প্রাইভেট কার পাঠাতেন তিনি, আর সে গাড়ির চালক ছিলেন ছমির উদ্দিন। টানা আট বছর খুলনা-যশোর ও আশেপাশের জেলাগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে প্রাইভেট কারে জনসভায় নিয়ে যাওয়ায় ছিলো ছমির উদ্দিনের কাজ। তার ভাণ্ডারে আছে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক গল্প। জীবন সায়াহ্নে এসে সেসব গল্প বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একবার শোনাতে চান তিনি। সম্প্রতি তার সঙ্গে কথা হয় ছমির উদ্দিনের।

তিনি জানান বর্তমানে তার বয়স ৮৮ বছর। তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতি এখনও পরিষ্কার। স্পষ্ট মনে করতে পারেন ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সালের ঘটনাবলি।

‘বঙ্গবন্ধু তো তাকে পরে বলা হয়েছে, আমরা বলতাম শেখ সাহেব’-গল্প শুরু হয় তার। শেখ সাহেবকে প্রাইভেট কার চালিয়ে নিয়ে গেছি অনেক

জায়গায়।

দলীয় প্রোগ্রামে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া থেকে লঞ্চে করে খুলনায় আসতেন। সে সময় তাকে প্রাইভেটে (প্রাইভেট কার) করে খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন স্থানের মিটিংয়ে নিয়ে যেতাম।’ছমির উদ্দীন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের নৃসিংহপুর গ্রামের মৃত মনির উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে।

তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালে খুলনা রশিদ ব্রাদার্স নামের একটি জুট মিলে ড্রাইভার পদে চাকরি করতেন। রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক ছিলেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আব্দুর রশিদ মিয়া। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ করতেন এবং সাবেক এমএলএ ছিলেন। তখন বঙ্গবন্ধুকে সবাই শেখ সাহেব বলতেন।

‘শেখ সাহেব তখন লঞ্চে করে টুঙ্গিপাড়া থেকে খুলনায় আসতেন। শেখ সাহেব, আসার আগেরদিন রশিদ সাহেব আমাকে গাড়ি নিয়ে লঞ্চের ঘাটে থাকতে বলতেন। আমিও গাড়ি নিয়া চলে যেতাম ঘাটে। শেখ সাহেব, খুলনায় লঞ্চ থেকে নেমে আমার গাড়িতে উঠতেন। আমি গাড়ির দরজা খোলা রাখতাম।

গাড়িতে ওঠার আগে তিনি আমার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে সন্তানের মতো আদর করতেন। খুলনার যেসব স্থানে সভা সমাবেশ থাকতো সেখানে শেখ সাহেবকে নিয়ে যেতাম। তবে তিনি খুলনায় এলে দুপুরের খাবার খেতেন টুটপাড়ায় তার ছোটভাই শেখ আবু নাসেরের বাসায়। এখানে তিনি ডাইনিং টেবিলে বসে খেতেন না। সাধারণ মানুষের মতো মেঝেতে পাটি পেড়ে খেতে বসতেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আমাকেও বসাতেন। বাড়িতে যাওয়ার আগে বলতেন, ছমির খুলনায় এসে যদি ছোটভাই এর বাড়িতে না যাই আর দুপুরে না খেয়ে আসি তাহলে ও খুব কষ্ট পাবে।’

‘খাওয়া-দাওয়া শেষে যেখানে মিটিং থাকতো সেখানে নিয়ে যেতাম। যে কয়দিন তিনি খুলনায় থাকতেন সে কয়দিন আমি ডিউটি করতাম।’

বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কোনও বিশেষ স্মৃতি আছে কিনা জানতে চাইলে ছমির উদ্দীন জানান, ‘‘একদিন খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে শেখ সাহেব ভাষণ দিচ্ছিলেন । সে সময় আমি পাশেই গাড়ির দরজা খুলে বসেছিলাম। শেখ সাহেব কোনও রকম ভাষণ শেষ করে আমাকে বলেন ‘দ্রুত গাড়ি চালাও। আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে।’

পরে আমাকে জানালেন, ‘মোনায়েম খান, সবুর খানের কাছে টেলিফোন করেছে শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করার জন্য। আমি তখন তরতাজা যুবক।

আমি সে সময় গাড়ি নিয়ে দ্রুত যশোরের সাবেক মন্ত্রী মশিউর রহমানে বাড়িতে চলে আসি। রাতে থাকার পর সকালে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখি মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ির সামনে পুলিশ। তখন আমি আর গাড়ি ঘোরানোর সুযোগ পেলাম না। ব্যাকেই আবার বিল্ডিংয়ের গ্যারেজে ঢুকে গেলাম।

এরপর শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। ওই দিনই কোর্টে উনার জামিন হওয়ার পর শেখ সাহেবকে নিয়ে গাড়িতেই ঢাকায় চলে গেলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের একটা বড় স্মৃতি।’

গাড়ি চালানোর পাশাপাশি খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন ছমির উদ্দীন। এলাকায় তাকে ‘গুরু’ ডাকা হয়। তৈরি করেছেন অনেক বাঁশি শিল্পী। তিনি আরও জানান, ‘বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

বঙ্গবন্ধু কেমন মানুষ ছিলেন জানতে চাইলে বলেন, কেমন মানুষ ছিলেন সেটা বলে বোঝানো যাবে না। একজন সুন্দর মনের অধিকারী মানুষ ছিলেন তিনি। গরিব মানুষ বলে কাউকে সরিয়ে দিতেন না। বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে সেটা কেউ ভাবতেই পারিনি। খুলনার কাজ শেষে ফেরার পথে প্রতিবার আমাকে পকেটে জোর করে ৫০ টাকা করে বকশিস দিয়ে যেতেন। এমন মানুষ বা এমন নেতা আর আমাদের দেশে আর আসবে না।’

বৃদ্ধ ছমির উদ্দীন আরও জানান,‘ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেব যখন জেলে গেলেন তখন আমি শেখ সাহেব এর স্ত্রী, বড় ছেলে, ছোট ছেলে, শেখ সাহেবের ব্যারিস্টার ও মশিউর রহমান সাহেবকে গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে আসতাম। তারা সবাই শেখ সাহেবকে দেখতে ঢাকায় আসতেন। তখন ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে স্পেশাল কোর্ট ছিল। সেখানে তারা শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতেন। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর শেখ সাহেবের সাথে আমার আর কোনও যোগাযোগ হয়নি ‘

১৯৬৮ সালে ছমির উদ্দীন ঝিনাইদহে চলে আসেন। এরপর দেশ স্বাধীন হলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তখন তিনি কালীগঞ্জ শহরে বসবাস শুরু করেন এবং মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে চাকরি পান। চিনিকলে তিনি ট্রাক চালাতেন। বর্তমান ছমির উদ্দীন কালীগঞ্জ শহরের বিহারী মোড়ের নিজের একটি বাড়িতে বসবাস করছেন।

এছাড়া ছমির উদ্দীন খুলনা বেতার চালু হওয়ার পর থেকে সেখানকার একজন নিয়মিত বংশীবাদক ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বংশীবাদক বলে পরিচিত। ঝিনাইদহ জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রয়েছে তার অনেক সুখ্যাতি। তার হাতেই তৈরি হয়েছে জেলার বেশিরভাগ বাঁশি শিল্পী। খুলনা বেতার থেকে এখনও তার কাছে প্রোগ্রামের জন্য চিঠি আসে। সেখানে তার একটি সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি তাকে সম্প্রতি সংবর্ধনাও দিয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি এখনও নিয়মিত রেডিও শুনেন। জীবন সায়াহ্নে এসেও মাঝে মাঝে বাঁশি বাঁজানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন বয়সে আর কুলায় না। তার বাড়িতে বস্তায় ভরা রয়েছে অসংখ্য বাঁশের বাশি। ব্যক্তিগত জীবনে ছমির উদ্দীন ৫ ছেলে ও ২ মেয়ের জনক।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছমির উদ্দীন একবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটানো স্মৃতিকথাগুলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে শোনাতে চান। ছমির উদ্দিন বলেন, ‘অনেক বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে কিন্তু আজও পর্যন্ত দেখা পাইনি। একবার যদি দেখা পেতাম, তাকে বলতাম বঙ্গবন্ধুর সাথের স্মৃতিগুলো, এই শেষ বয়সে মনটা জুড়িয়ে যেত।’